দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৬

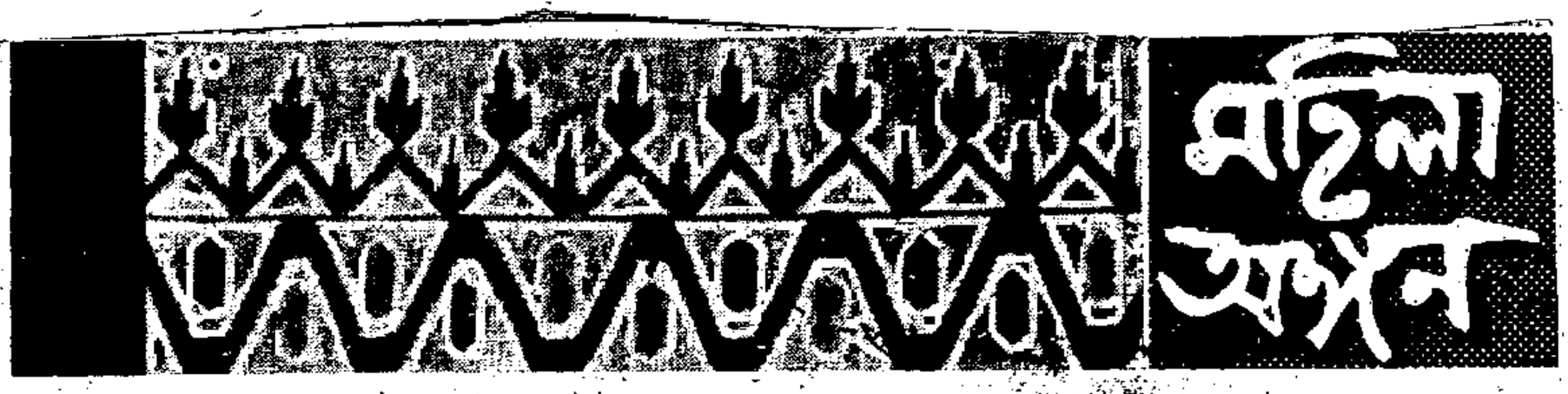

মাদ্রাসা শিক্ষা ও আলেম সমাজ

প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

এ যাবৎ মাদ্রাসা শিক্ষাটা শুধু গরীবের শিক্ষায় অর্থাৎ যারা শিক্ষার পেছনে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে না তাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাদ্রাসা শুধু গরীবের শিক্ষাক্ষেত্র নয়–সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে এই মাদ্রাসা শিক্ষা। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, কোরআন–হাদিসসহ এত অধিকসংখ্যক ধর্মগ্রন্থ একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মেই নেই।

বাংলাদেশের মত বিপুল জনশক্তি নিয়েও আজ এদেশের জনগণ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী চীন, ভারত, জাপান এমনকি কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ জনশক্তি এবং জনমেধাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। আর বাংলাদেশ না ইসলামী না পাশ্চাত্য প্রশিক্ষণ– কোনদিকেই পারদর্শী না হয়ে পৃথিবীর সবচাইতে গরীব রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাই হয়ত দেশের নেতৃত্ব, শিক্ষা এবং সম্পদে এত সংকট বিরাজ করছে।

ইসলামী মতবাদের একটা সহজ পথ (কোরআন সুন্নাহ) থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ফেরকাবাদীরা জাকাত, ফেৎরা ও ভিক্ষা আদায়ের পথ হিসাবে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। দুনিয়াদারীর স্বার্থে ইসলামিক শিক্ষা থেকে এদেশের জনগণকে দূরে ঠেলে দিয়ে আলেম সমাজের একটি অংশ তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্দরে পৌঁছে দিচ্ছেন। আমাদের আলেম সমাজের অনেকেই তাঁদের সন্তানদের আর্থিক উন্নয়ন ও দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজেরা বাহবা নেবার চেষ্টা করছেন। অথচ তাঁরা নিজেরাই হয়তো জাকাত ফেৎরার টাকায় পড়াশুনা করে এখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রতারিত করছেন। এমনকি জাতীয় পর্যায়ের নেতা–নেত্রীরাও সন্তানদের বিদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেকে বলছেনঃ মুসলমান হিসাবে ২০/৩০ দিনে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষাই যথেষ্ট। অনেকে আবার বলেনঃ মসজিদে বসে তা'লীম নছিহত শুনলে এবং সাহীহ্ ভাবে নামাজ–কালাম পড়তে জানলেই যথেষ্ট। কথাটা কি এই বুঝাচ্ছে না যে, কোরআন শরীফের অর্থ, তাফসীর এবং তা থেকে কোন গবেষণা করার দরকার নেই। এবং তালীম নছীহত হলেই জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ইসলাম এমনভাবে শিক্ষাকে সীমিত করে দেয়নি। ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে ১৪/১৫ বৎসর জ্ঞান সাধনার কুলই বটে।

অপরদিকে আমরা যারা ইসলামী শিক্ষা লাভ করেছি অথচ আমলে ও লেবাসে কোন পরিচয় নেই, এমন আলেমের সংখ্যা বর্তমানে এদেশে প্রচুর। এজন্যে প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদ দিতেও আমাদের কাউকে দেখা যায় না। বরং ইসলামের সামান্য কোন সুন্নতি ফেরকাকে কেন্দ্র করে দেশে বিরাট হট্টগোল বাধাতেও অনেককে দেখা যায়। আলেম সমাজের অনেকে যারা দু'একটি মাদ্রাসার পরিচালনা করছেন, মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করছেন কিংবা বাৎসরিক বিরাট অংকের বাজেট নিয়ন্ত্রণ করছেন, সামান্য কারণে তাঁরাও কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পিছপা হন না।

আমরা অনেক আছি যারা মাদ্রাসা মসজিদ মকতব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নিজের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এমনকি মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে চাঁদা–দান–জাকাতের টাকাকে নিজের সম্পদে রূপান্তরিত করতেও কেউ কেউ দ্বিধা করছি না। এটা জঘন্য অপরাধ। এবং এ সমস্ত কারণে আজ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মানুষ ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে। এই অনাচারের বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়াবেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশের কার্যকলাপে সমাজ আজ কলুষিত।

আরো একটি কারণ স্পষ্ট যে, আলেম সমাজ এতিমদের জন্যে ভিক্ষা করে এনে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষা ও খাওয়ার প্রবণতাকে আরো জটিলতর করে তুলছেন। এতিমদের স্বনির্ভরতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থে পড়ানোর দৃষ্টান্ত কয়েকটি হাতেগোনা এতিমখানাতেই রয়েছে মাত্র।

মাদ্রাসা ও এতিমখানায় কোন নগদ অর্থ জাকাত প্রদান না করে এতিমদের জন্যে কুটিরশিল্পের সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিল্পভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত করা দরকার। তাতে প্রশিক্ষণকালীন উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে দেয় পারিশ্রমিক দিয়ে তারা খাওয়া–পড়া চালিয়ে যাবে। এতে তাদের নিজেদের পরিশ্রমের টাকায় পড়াশুনার মনোবল পাবে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবী, প্রতিটি এতিমখানা ও মাদ্রাসায় এবং প্রয়োজনে স্কুল–কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হোক। এবং সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হোক।

যখন বাবা মারা যায় অথবা আর্থিক অনটনের টানাপোড়েনে পরিবার হিমশিম খায় তখনই ছেলে–মেয়েদের পড়ানোর জন্য আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার শরণাপন্ন হই। আবার পরিবারে যে ছেলে–মেয়েরা মেধাহীন হয় আমরা মনে করি এরাই মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী। যাদেরকে দিয়ে কিছু করা সম্ভব তাদেরকে ঠেলে দেই পাশ্চাত্যমুখী স্কুল–কলেজগুলোতে। হয়তো একারণেই আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার গতিধারা উন্নয়নমুখী না হয়ে কর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিণত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তন প্রয়োজন।